নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক

মাসুদা সুলতানা রুমী

নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক

মাসুদা সুলতানা রুমী

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ▢ বাংলাবাজার ▢ মগবাজার

www.pathagar.com

নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক
মাসুদা সুলতানা রুমী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম মাওলা
মাওলা প্রকাশনী
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২-৭০৪২১০

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন, বাংলাবাজার, মগবাজার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই, ২০১৩

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স কম্পিউটার
৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা)
কাটাবন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

সমাজে জ্ঞানী, গুণী, ধার্মিক এবং ভালো নামে পরিচিত কিছু মানুষকে দেখেছি যারা স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের সাথে মোটেও ভালো ব্যবহার করে না। স্ত্রীদের এমন সব দোষ তারা ধরেন এবং সেই দোষের সূত্র ধরে এমন আচরণ করেন যার জন্য সংসারটা একটা অশান্তির আখড়া হয়ে যায়।

এক স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরিবারটিকে আমার কাছে সুখি পরিবারই মনে হলো। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আচরণ দেখে 'থ' হয়ে গেলাম। ভদ্র লোক তার স্ত্রীর যেসব দোষ আমার সামনে তুলে ধরলেন তাতে আরও অবাক এবং বিরক্ত হলাম। তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে পড়ল আমার জন্য।

ভদ্রলোকের তিনটি ছেলে। বড় ছেলেটি প্রতিবন্ধি আর ছোট ছেলেটা যে কি পরিমাণ দুষ্ট আর জেদী তা কল্পনা করার মতো না। মেঝ ছেলেটা মোটামুটি। এই তিনটি বাচ্চাকে সামলিয়ে রান্না-বান্না, ঘর-সংসার, মেহমান, আত্মীয়-স্বজন সব সামাল দিয়ে স্ত্রীকে আবার সেজে গুজে টিপ টপ হয়ে থাকতে হবে। আরো আছে 'ভদ্রলোকের টুপি, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, প্যান্ট, শার্ট, চাহিবা মাত্র দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।' এমনকি তার কাপড় চোপড় ইস্ত্রি করে রাখা সব স্ত্রীকেই করতে হবে। এতো কাজের মধ্যে একটু এদিক ওদিক হলেই 'সংসার করার অযোগ্য মহিলা' বলে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক যখন তিরস্কার করতেন তখন ভদ্রমহিলা যার পর নাই কষ্ট পেতেন।

এই ধরনের অনেক পুরুষের কথাই শুনেছি তাদের স্ত্রীদের কাছে। একবার এক ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন "আপা আত্মহত্যা করলে যদি গুনাহ না হতো, কিংবা মৃত্যু কামনা করা যদি জায়েয হতো তাহলে আমি তাই করতাম।"

বললাম "কি যে বলেন, আপনার কি সুন্দর সাজানো, গোছানো সুখের সংসার...।"

"আমার সংসার? আমার সংসার দেখলেন কোথায়? আমি তো এ সংসারে একটা বান্ধা কাজের বুয়া। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কিছু মূল্য আছে এ সংসারে? আমাকে সাজতেও হয় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

এমন আরো অনেক মহিলাকে দেখেছি তারা সংসারটাকে সুখি রাখতে চায় কিন্তু এই সব কর্তা ব্যক্তিদের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেরা সুখি হতে পারে না। তারা গড়ে তোলে সাজানো গোছানো একটা অসুখি সংসার।

অনেক ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্রও আছে। আমি দুই দিকই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার লেখায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পড়ে যদি কারো সামান্যতম পরিবর্তন ও উপকার হয় তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আর আমার লেখার উদ্দেশ্য তো একটাই। 'দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের শান্তি।' মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমার নিয়তকে কবুল করে নেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী

www.pathagar.com

সমাজ সংগঠন ঃ এই সমাজ সংগঠনের সদস্য দুই শ্রেণীর। নারী ও পুরুষ। তাই সমাজকে সুন্দর শান্তিময় গতিশীল, পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার কতোখানি এবং কে কিভাবে পালন করবে তা বুঝে নেওয়ার দরকার। আর এই সমাজের কাছে কার কতোখানি অধিকার তাও সঠিকভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

নারী পুরুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা "মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা মানুষকে যাবতীয় ভালো কাজের আদেশ করে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে তাদের এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ, শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা তওবা : ৭২)

অর্থাৎ মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পর একটা আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ গড়ার সহযোগী। তারা–

১. নিজেরা ভালো কাজ করবে।

২. খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং পুরুষরা পুরুষদের ও নারীরা নারীদের ভালো কাজ করার নির্দেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এর প্রতিদানে তারা পাবে– আল্লাহর সন্তোষ। যাকে বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

আর আল্লাহর সন্তোষ মানেই তো– দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ।

নারী ও পুরুষ মানব জাতির দুইটি অংশ। সমাজ গঠনে, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে, মানবতার সেবায়– উভয়ে সমান অংশিদার। মনমস্তিষ্ক ব্যথা-কষ্ট, সুখ, আনন্দ, বিবেক-বুদ্ধি, অনুভূতি মানবিক প্রয়োজন উভয়েরই আছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী (রহ.) বলেন, "তামাদ্দুনিক সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য উভয়ের মানসিক উন্নতি, মস্তিষ্ক চর্চা, বিবেক ও চিন্তা শক্তির বিকাশ সমভাবে প্রয়োজন, যাহাতে তামাদ্দুনিক সেবায় প্রত্যেকে আপন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই দিক দিয়া সমতার দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। পুরুষের মতো নারীকেও তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধন করিতে সুযোগ দেওয়ার একটা সৎ তমদ্দুনের একান্ত দাবী। জ্ঞানার্জন ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ তাহাকে দিতে হইবে। পুরুষের ন্যায় তাহাকেও তামাদ্দুনিক ও আর্থিক অধিকার দিতে হইবে। সমাজে তাহাকে এমন মর্যাদা দান করিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে আত্মসম্মানের অনুভূতির উদ্রেক হয় এবং ঐ সকল মানবীয় গুণের সঞ্চার হয় যাহা শুধু আত্মসম্মানের অনুভূতির দ্বারাই হইতে পারে। যে সকল জাতি এই ধরনের সমতা অস্বীকার করিয়াছে, যাহারা নিজেদের নারী সমাজকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, লাঞ্ছিত ও সামাজিক অধিকারসমূহ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে তাহারা স্বয়ং অধঃপতনের গহবরে পতিত হইয়াছে। কারণ মানব জাতির অর্ধাংশকে অধঃপতিত করার অর্থ মানবতাকে অধঃপতিত করা।

হীন, লাঞ্ছিতা মাতার গর্ভ হইতে সম্মানী- অশিক্ষিতা মাতার লালনাগার হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অধঃপতিতা মাতার ক্রোড় হইতে উন্নত চিন্তার মানুষ আশা করা বৃথা।" (পর্দা ও ইসলাম)

নারী পুরুষের সম্পর্ক ঃ মানব সভ্যতার প্রথম ও জটিলতম সমস্যা হলো সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন হবে?

সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের সঠিক রূপ নির্ধারণ করতে না পারা পর্যন্ত সামাজিক এবং পারিবারিক স্বস্তি ও শান্তির দরজা বন্ধ। পরিবারের মধ্যে তাদের পদমর্যাদা দায়িত্ব এবং অধিকার কেমন হবে- এর সমাধানে মানুষ অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ হয়েছে।

আর বর্তমান কালে আমাদের সমাজের সভ্যতার মাপকাঠিই যেনো এই বিষয়টি। এবং আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় বস্তুই হলো নারীর ক্ষমতায়ন"।

নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মতবিরোধ ঃ সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও মতবিরোধ দেখতে পাই।

এই বিষয়টি অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট- যেনো একই ধারায় চলছে।

www.pathagar.com

নারী মাতারূপে সন্তানকে (পুরুষ) গর্ভেধারণ, স্তনদান ও লালন-পালন করছে, অর্ধাংগিনীরূপে জীবনের উত্থান পতনে পুরুষকে সাহায্য করেছে। আর ক্ষমতাদর্পী পুরুষ সেই নারীকে সেবিকা বা দাসীর কাজে নিযুক্ত করেছে।

গরু ছাগলের মতো বেচা-কেনা করেছে। মালিকানা ও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাকে পাপ ও লাঞ্ছনার প্রতিমূর্তি করে রেখেছে। তাকে সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আবার কোথাও কোথাও শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিলেও চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রিড়ানক এবং "শয়তানের এজেন্ট আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এই আধুনিক জাহেলি সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

ক. নারী বর্জিত সমাজ ঃ এক শ্রেণীর লোকের ধারণা নারীর সাথে যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক রাখা অনুচিত। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নির্বান লাভের উপায় মনে করে এই নারী বর্জিত জীবনকে।

এই অপ্রাকৃতির বিধান আমরা দেখতে পাই বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম মতে। খৃষ্টান সমাজ তো 'এ্যাথনাইট' নামে নারী বর্জিত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রই গঠন করেছে। সমুদ্রের মাঝখানে সে দ্বীপ রাজ্যে কোনো নারী নেই। এমনকি মাদী কোনো কুকুর, বিড়ালও নেই। নারীর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এবং দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণকে তারা শয়তানী প্ররোচনা মনে করে। নারীকে মনে করে শয়তানের দালাল। তারা নারীকে একটা অপবিত্র সত্তা ধরে নিয়েছে। তাদের মতে যে পবিত্রতা কামনা করে তার পক্ষে নারীকে ঘৃণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সমাজে নির্বাণ লাভের একমাত্র পথই হলো নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করা। নারীই পাপের উৎস।

খৃষ্টান ধার্মিকদের দর্শনও তাই। এই সব ধার্মিকেরা সন্যাসবাদের অপ্রাকৃতিক ও সমাজ বিরোধী জীবনকে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য মনে করে। এরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবিক ও দৈহিক শক্তির অপচয় করে।

এদের দ্বারা কি করে একটা স্নেহ, ভালোবাসা অধিকার কর্তব্য ও সাহায্য-সহানুভূতি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠতে পারে? এদের দ্বারা সৎ ও উন্নতিশীল কোনো সমাজ সভ্যতা কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না।

www.pathagar.com

এই সব তথাকথিত ভালো মানুষদের তো এই সহজ সত্যটা বোঝা উচিৎ যে এদের বাবারা যদি এদের মতো নৈতিকতা সম্পন্ন (!) হতো তাহলে তো এরা কেউ পৃথিবীতেই আসত না। এদের দ্বারা এদের মতবাদের ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তাতে নারীর মর্যাদা যে কি হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. দ্বিতীয় দলটি এদের ঠিক বিপরীত। এরা দৈহিক চাহিদার পক্ষপাতি। এ ব্যাপারে এরা এতদূর এ্যাডভান্স যে মানব প্রকৃতি তো দূরের কথা এরা পশু প্রকৃতির চাহিদাকেও ছাড়িয়ে যায়। যে মানুষকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন অথচ এই মানুষগুলো নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। এরা নারীকে শুধু ভোগের সামগ্রীই মনে করে। এদের মধ্যে পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বলে কোনো অনুভূতি নেই। এরা পশু ও অধম। পরিবারের কোনো বন্ধন এরা মানতে চায়না। এরা সমাজের ক্ষত, সমাজের শান্তি ও স্বস্তি নিঃশেষ করাই যেনো এদের কাজ।

৩. আর একটি দল পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঠিকই কিন্তু তাদের এমন বিধি বিধান যে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। হিন্দুদের পারিবারিক ব্যবস্থাটা এই রকম।

১. এখানে নারীর ইচ্ছা ও কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই।

২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোনো অধিকার নেই।

৩. সে কন্যা থাকা কালিন দাসী। তার বিবাহের কোনো মত অমতের মূল্য নেই। পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ সে হবে না। তার জন্য পিতা দায়গ্রস্ত (হিন্দু ধর্মে কন্যার পিতাকে বলা হয় কন্যা দায়গ্রস্ত) তাকে স্বজাতির মধ্যে বিয়ে দিতে না পারলে পিতা মহাপাপী হবে।

কন্যাকে বিবাহ দিতে পিতাকে বিপুল পরিমাণে যৌতুক দিতে হয়। পিতার সম্পদ থাকুক আর না থাকুক। নারী যখন স্ত্রী তখনও সে দাসী। স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ সে হয় না। বৈধ ব্যবস্থায় তার অবস্থা দাসী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীর শুধু কর্তব্য পালন রয়েছে তার অধিকার বলতে কিছু নেই। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে বাকহীন প্রাণী বানানোর চেষ্টা করা হয়। তারা নারীকে মূর্খ, কপর্দকহীন, পরনির্ভর করে রাখে ধর্মের নামেই। জাতির অর্ধাংশকে হেয় অধঃপতিত করে রেখে কোনো দিনই একটি জাতির উন্নতি হতে পারে না।

৪. আর একটি দল আছে যারা নারীর মর্যাদা উন্নত করার চেষ্টা করে। তারা

www.pathagar.com

নারীকে চিন্তায় ও কর্মে এমন স্বাধীনতা দেয় যে তা সীমালংঘন পর্যায়ে চলে যায়। যার ফলে পারিবারিক শৃংখলা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই পরিবারের স্ত্রী স্বাধীন, কন্যা স্বাধীন, পুত্র স্বাধীন, সে পরিবারে মুরুব্বি বা গার্জিয়ান বলতে কেউ নেই। ইউরোপই এই মতবাদের সুতিকাগার।

এই মতবাদের তিনটি ধারা–

১. নারী পুরুষের সাম্য বিধান

২. নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

৩. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা

১. নারী পুরুষের সাম্য বিধান ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর মানুষ মারা যায়। বিশেষ করে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। কোনো কোনো পরিবার একেবারেই পুরুষ শূন্য হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে নিজেদের এবং শিশুদের ভরণ-পোষণের জন্য নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে, বিবেকহীন অমানুষ শিল্পপতিরা এই দুস্থ নারীদের সহযোগিতা করা দূরে থাকুক তাদের শোষণ করে। পুরুষ সহকর্মীর অর্ধেক পরিমাণ মুজুরি দিতো অথচ নারীরা পুরুষদের সাথে সমপরিমাণ কাজও উৎপাদন করত। এই অবস্থায় নারীরা সমঅধিকারের দাবী তোলে। তারা এই উদ্দেশ্যে হরতাল, মিছিল, মিটিং, প্রচারণা সম্ভাব্য সব ধরনের উপায় উপকরণ ব্যবহার করে। এরপর বুঝল যে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তাদের আইন প্রণয়নেও শরীক হতে হবে। তাহলে নিজেদের আইন প্রণয়ন করে নিজেদের অধিকার আদায় করা যাবে। তাই নারীরা প্রথমে–

১. নির্বাচনে অংশ গ্রহণ;

২. জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ;

৩. বেতন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করে।

পরবর্তীতে তাদের দাবী এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের দাবীর তালিকা আরো দীর্ঘ হতে থাকে।

প্রথমদিকে পুরুষেরা নারীদের এইসব দাবীর শুধু বিরোধিতাই করে নাই এ জন্য তারা ধর্ম ও ধর্মীয় রীতিনীতির দোহাই দেয়। যদিও পুরুষেরা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনেক আগেই ত্যাগ করেছে।

কিন্তু নারীকে দমিয়ে রাখতে তারা এই ধর্মকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

কার্যতঃ যা হওয়ার তাই হয়েছে। নারীরাও ধর্মকে দু'হাতে দূরে নিক্ষেপ করে দুর্বার গতিতে সমান অধিকারের দিকে এগিয়ে আসে। ইউরোপের নারীরা সমস্ত অধিকারের সাথে সাথে পাপ কাজ করার অধিকারও আদায় করে নেয়।

সামাজিক জীবনে পুরুষ যেসব কাজ করে নারীরাও সেসব কাজ করে। নৈতিক-অনৈতিক সব কাজে তারা সমান হয়ে যায়। যার কারণে নারী পারিবারিক কাজের প্রতি উদাসীন ও বিদ্রোহী হয়ে পড়ে।

সে নির্বাচনী অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অফিস ও কলকারখানায় চাকরী গ্রহণ। স্বাধীন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, সমাজে চিত্তবিনোদনকারী কার্যকলাপ, নাচ-গান আরও বিভিন্ন ধরনের শ্লীল-অশ্লীল কার্যকলাপ তাদের মন মস্তিষ্কে এমনভাবে জেঁকে বসে যে তাদের দাম্পত্য জীবনের দায়দায়িত্ব, সন্তান লালন পালন, পারিবারিক সেবাযত্ন গৃহ পরিচালনা প্রভৃতি কাজগুলো তারা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। সব সমতা ছাপিয়ে নারী পুরুষ চরিত্র হীনতা এবং নির্লজ্জতায় সমান হয়ে যায়।

২. নারীর অর্থনৈতিক সমতা ঃ পূর্বের রীতিনীতি অনুযায়ী পুরুষ উপার্জন করত নারী গৃহ শৃংখলা রক্ষা করত। কিন্তু তথা কথিত নারী স্বাধীনতাবাদীরা এই রীতিনীতির পরিবর্তন করল। তাদের মতে নারী পুরুষ উভয়কেই উপার্জন করতে হবে। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে পুরুষেরা কাপুরুষের মতো হাত গুটিয়ে নিল। আর নারী তখন নিজের ও সন্তানের ব্যয় ভার বহন করার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে বাধ্য হলো। কারণ সন্তানটি যে নারীর।

ঠিক পশু সমাজের মতো নারী-পুরুষের মধ্যে একটি পাশবিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই বাকী থাকল না। এই পরিস্থিতিতে যে নারী নিজের জীবিকা নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে, সে কেন একটি পুরুষের অধীনে থাকবে? স্বামী খেদমতের নামে দাসীবৃত্তি সে কেন করবে? ধর্মের ভয়কে সে ইতিপূর্বেই বিসর্জন দিয়েছে। নারী-পুরুষ কেউ কাউকে আর পরোয়া করে না বলে অতি তুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা বলতে কোনো বিষয় আর তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না।

৩. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ঃ তথাকথিত প্রগতিশীল এই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় বিষয়টি হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এই শেষোক্ত বিষয়টি মানব সভ্যতা, রীতিনীতি এবং রুচিবোধকে পাশবিকতার শেষ স্তরে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর একটা সহজাত আকর্ষণবোধ তো আছেই। অবাধ মেলামেশা সেই বোধকে সীমালংঘনের শেষ পর্যায়ে নিয়ে যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্তমান পরিস্থিতি এই রকমই।

মওলানা মওদূদী (রহ.) বলেন "আজকাল পুরুষের জন্য চৌম্বক সাজিবার স্পৃহা নারীদের মধ্যে এত প্রবল হইয়াছে যে চাকচিক্যময় মনোহর সাজ পোশাক ও প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যাদি দ্বারা সুশোভিত রূপসজ্জায় তাহাদের মনের সাধ মেটে না। অবশেষে হতভাগিনীর দল বিবস্ত্র হইয়া পড়ে। (পর্দা ও ইসলাম)

সত্যিই তাই। যে যত পোশাকের ঝামেলা মুক্ত হতে পারে সে তত প্রগতিশীল বলে পরিচিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায়। আর আধুনিকতা, উচ্চশিক্ষা, মুক্তবুদ্ধি মুক্ত চিন্তার নামে এ যুগের নামকাওয়াস্তে মুসলমানেরা এই গরলই গলধঃকরণ করতে লাগলো অমৃত মনে করে।

এই বিভিন্ন মত ও পথের ধারক ও বাহকেরা প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তা নায়কেরা নারীকে নিয়ে বহু ধরনের সমস্যা ও সমাধান সৃষ্টি করেছে। নারীকে বহুটানা হিঁচড়া করেছে। শুধু ইসলামী আইনের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই নারীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে। কারণ এই আইন নারী ও পুরুষের সৃষ্টিকর্তা প্রণীত।

ইসলামী আইনের ভারসাম্য নীতি ঃ ভারসাম্যহীন চরম বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের এই পৃথিবীতে একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা আছে যা পুরাপুরি ন্যায়নীতি ও ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মধ্যে শুধু মানুষেরই না সমস্ত মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মানুষের তৈরী জীবন বিধানে কোনো অবস্থাতেই যা সম্ভব না। আমি নিজে মুসলমান বলেই যে কিছু না বুঝে এই আইনের প্রশংসা করি। মোটেও তা নয়।

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েই আমি মুসলমান হইনি বরং যে কারণে ইসলামকে পছন্দ করে ভালোবেসে আমি মুসলমান হয়েছি– সে কারণ হলো ইসলামের এই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন বিধানের মধ্যে মানব জীবনের যত সমস্যা আছে প্রতিটি সমস্যা সমাধানের এমন নিখুঁত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা অনুধাবন করলে প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠতে বাধ্য যে এই আইন-কানুনের রচিয়তা তিনি যিনি আসমান, জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র বিশ্ব জগতের তিনিই শাসক পরিচালক ও মালিক। তিনি সিরাতুল মুস্তাকিমের প্রবর্তক।

সেই মহান আল্লাহর তৈরী এ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম।

www.pathagar.com

আর এই ইসলামই নারীর সঠিক মূল্যায়ন করেছে। নারী পুরুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের উপর। তবে পুরুষদের তাদের উপর একটা মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।" (সূরা বাকারা : ২২৮)

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

"মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরা যে ধন সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই ধন সম্পত্তিতে। যা মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে। তা সামান্য হোক বা বেশী এবং এ অংশ নির্ধারিত।" (সূরা নিসা : ৭)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ والصّٰبِرٰتِ والْخٰشِعِيْنَ والْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"একথা সুনিশ্চিত মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, হুকুমের অনুগত পুরুষ ও হুকুমের অনুগত নারী। সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, সবরকারী পুরুষ ও সবরকারী নারী আল্লাহর সামনে বিনত পুরুষ ও

www.pathagar.com

আল্লাহর সামনে বিনত নারী, সাদকা দানকারী পুরুষ ও সাদকা দানকারী নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী নারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ৩৫)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"যে মন্দ কাজ করবে। সে যতটুকু মন্দ করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ যে নেক কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের বে-হিসাব রিজিক দেওয়া হবে।" (সূরা মুমিন : ৪০)

"আর যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (সূরা নিসা : ১২)

এমনিভাবে আল কুরআনে আরও বেশ কয়েকটি সূরায় মহান রাব্বুল আলামীন, ইসলামী সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদা। নারীর সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার। নারীর ভালো কাজের প্রতিদান পুরুষের সমান, এসব কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও স্ত্রীর কাছে স্বামীর আনুগত্য দাবীর সীমা নারীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারীর প্রশংসনীয় গুণাবলী, হিজরাত করে আসা নারীদের ব্যাপারে বিধান এবং নারীদের বায়আত গ্রহণের পদ্ধতি ও আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

স্ত্রীর কাছে স্বামীর আনুগত্য দাবীর সীমা

মহান আল্লাহ বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

www.pathagar.com

حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیْرًا.

"পুরুষ নারীর পরিচালক, ১. এজন্য যে আল্লাহ তাদের একজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ২. এবং এজন্য যে পুরুষ নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজত ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। ৩. আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে বুঝাও, শয়ন গৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদের মারধর করো ৪. তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের উপর নির্যাতন চালাবার বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপরে আছেন তিনি বড় এবং শ্রেষ্ঠ। (সূরা নিসা : ৩৪)

তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের চার পয়েন্টের ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যা চারটি আমি তুলে ধরছি।

১. "কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে 'কাওয়াম'। এমন এক ব্যক্তিকে কাওয়াম বা কাইয়েম বলা হয়, যে কোনো ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা, তার হেফাজত ও তত্ত্বাবধান এবং তার প্রয়োজন সরবরাহ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়।" (অর্থাৎ কাওয়াম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রী এবং তার পরিবারের হেফাজত তত্ত্বাবধান এবং পরিবারের সব সদস্যদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে এবং পরিবারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার চেষ্টা করে।

পরিবারের সার্বিক কল্যাণের জন্য সব সময় তৎপর থাকে।

দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা হয়েছে, একজনের ওপর অপরজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. "এখানে সম্মান ও মর্যাদা অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি যেমন সাধারণতঃ আমাদের ভাষায় হয়ে থাকে এবং এক ব্যক্তি এ শব্দটি বলার সাথে সাথেই এর এই অর্থ গ্রহণ করে। বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে (অর্থাৎ পুরুষ) প্রকৃতিগতভাবে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দান করেছেন যা অন্য পক্ষটিকে (অর্থাৎ নারী) দেননি অথবা দিলেও প্রথম পক্ষের

www.pathagar.com

চেয়ে কম দিয়েছেন। এজন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পুরুষই কাওয়াম বা কর্তা হবার যোগ্যতা রাখে। আর নারীকে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের হেফাজত ও তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।"

পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্য

৩. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সেই স্ত্রীই সর্বোত্তম, যাকে দেখলে তোমার মন আনন্দে ভরে যায়। তুমি তাকে কোনো আদেশ করলে সে তোমার আনুগত্য করে। আর তুমি ঘরে না থাকলে সে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার ধন সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করে।"

এ হাদীসটি এই আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা পেশ করে। কিন্তু একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, স্ত্রীর জন্য নিজের কাওয়ামের আনুগত্যের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কাজেই কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানি করার হুকুম দেয় অথবা আল্লাহর অর্পিত কোনো ফরজ থেকে তাকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় যদি স্ত্রী তার 'যওজি'র (হাসব্যান্ডের) আনুগত্য করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। বিপরীত পক্ষে পুরুষ যদি স্ত্রীকে নফল নামাজ বা নাফল রোজা রাখতে নিষেধ করে তাহলে হাসব্যান্ডের কথা মেনে চলা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নফল ইবাদত করলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। অবশ্য সেই পুরুষকে খাঁটি মুমিন হতে হবে এবং ইবাদতের গুরুত্ব উপলব্ধি করার মতো বিবেক থাকতে হবে।

৪. চতুর্থ পয়েন্টে অবাধ্য নারীর সাথে আচরণের সীমা কতদূর তার আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি কাজ একই সংগে করার কথা এখানে বলা হয়েনি। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, অবাধ্যতা দেখা দিলে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। এখন এগুলোর বাস্তবায়নের প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যি দোষ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যেখানে হালকা ব্যবস্থায় কাজ হয়ে যায়, সেখানে কঠোর অবস্থা অবলম্বন না করা উচিৎ। নবী (সা.) যেখানেই স্ত্রীদের মারার অনুমতি দিয়েছেন। সেখানেই তা দিয়েছেন একান্ত অনিচ্ছাসহকারে এবং লাচার হয়েই। আবার তারপরও একে অপছন্দই করেছেন। তবু কোনো কোনো স্ত্রী এমন হয়ে থাকে যে তাদেরকে মারধর না করলে সোজা থাকে না। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, তাদের মুখে বা চেহারায়

www.pathagar.com

মেরো না। নির্দয়ভাবে মেরো না এবং এমন জিনিস দিয়ে মেরো না যা শরীরে দাগ রেখে যায়।"

(সাধারণভাবে স্ত্রীদের 'গায়ে হাত তোলা' স্বভাবকে রাসূল (সা.) অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী মারা স্বভাবের লোক তারা ভালো মানুষ নও।" সত্যি আমাদের সমাজে কিছু মহিলা এমন আছে যাদের কিছু শাস্তি না দিলে পারিবারিক শান্তিই তারা নষ্ট করে ফেলে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তারা এত দুর্ব্যবহার করে যে শাস্তি তাদের প্রাপ্য।

আখেরাতের সফলতাই আসল সফলতা

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে আল্লাহ মু'মিনের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মরে ও মারে। তাদের প্রতি তাওরাত ইনজিল ও কুরআনে আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনাবেচা করেছ সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা তাওবা : ১১১)

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ج اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ط لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"শোনো যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন, তাদের কোনো ভয় ও মর্ম যাতনার অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য।" (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪)

www.pathagar.com

আবার বলেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"মু'মিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা তওবা : ৭২)

এইভাবে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বার বার বলেছেন আখেরাতের সফলতাই আসল সফলতা। খুব অল্প সময়ের এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসানের জন্য উতলা না হয়ে অথবা সুখ সুবিধা না পেয়ে নিজেকে বিফল মনে না করে আখেরাতের সফলতার দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার।

আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ.

"দুনিয়ার জীবনতো খেল-তামাশা মাত্র তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার পথে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের ন্যায্য প্রতিদান অবশ্যই দেবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৬)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

"আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের গৃহতো হচ্ছে পরকালীন গৃহ, হায়! যদি তারা জানতো। (সূরা আনকাবূত : ৬৪)

www.pathagar.com

নাট্যমঞ্চে অভিনেতা, অভিনেত্রীরা যখন অভিনয় করে। তখন কেউ রাজা কেউ রাণী আবার কেউ হত দরিদ্র ভিখারিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু অভিনয় শেষে সবাই যখন একত্রিত হয় কিংবা যে যার বাড়ি চলে যায় তখন কেউ রাজা ও নয়, কেউ ভিখারিনীও নয়। তখন সবাই অভিনেতা অভিনেত্রী। এই অভিনয়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। রাজা রাণীর তুলনায় ভিখারিনীর কিংবা চাকরের অভিনয় যদি ভালো হয় তাহলে ভিখারিনীর কিংবা চাকরই পুরস্কার পায়।

সত্যি কথা বলতে কি এই পৃথিবী যেন এক নাট্যমঞ্চ। এখানে সবাই এক মহাপরিচালকের ইশারায় অভিনয় করে যাচ্ছি। যার অভিনয় ভালো হবে মহাপরিচালকের নির্দেশ মতো নিখুঁত হবে। সেই পুরস্কার পাবে।

পুরুষ অভিনয় করছে কাওয়াম বা দায়িত্বশীলের মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন কাওয়াম বা কর্তা যেমন হওয়া উচিত এই পৃথিবী নামক প্রেক্ষাগৃহে তেমনি অভিনয় করতে পারলেই সে সফলতা পাবে। না হলে ক্ষণিকের জীবন শেষ হয়ে গেলেই নেমে আসবে চরম ব্যর্থতা।

নারীকে যে ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়েছে সে তাই করবে। এখানে মন খারাপের কোনো বিষয় নেই। পুরুষকে কেন কর্তৃত্বশীল করা হলো? কেন শক্তিশালী করা হলো? এসব নিয়ে আক্ষেপ করা আহাম্মুকি। যে যে ভূমিকায় আছি সে সেই ভূমিকায় থেকে মহান পরিচালকের সঠিক দিক নির্দেশনা মেনে আখেরাতের সফলতা অর্জন করতে হবে।

কিছু মানুষের মধ্যে অপরের আপাত সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা সৃষ্টি হতে পারে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

"আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশী দিয়েছেন তার আকাঙ্ক্ষা করো না। যা কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ সেই অনুযায়ী।" (সূরা নিসা : ৩২)

নারীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন,

www.pathagar.com

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো, যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা : ১৯)

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لا وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে?" (সূরা নিসা : ২০)

পুরুষ যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে, কাওয়ামের ভূমিকায় অভিনয় করতে যেয়ে জালেমের ভূমিকা অবলম্বন করে। দুনিয়ার সে যতবড় মহারথীই হোক না কেন আখেরাতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ পুরুষই মনে হয় এই কথাটা জানে না তাই পুরুষেরা অত্যাচারী হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি তোমাদের চাল-চলনের এই কুফল জানতে পারতে তাহলে এভাবে চলতে পারতে না।" (সূরা তাকাসুর)

আবার নারীদেরও আল্লাহ যে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন তা যদি না বোঝে এবং না মানে তার জন্যও ঐ একই কথা.....।

নারীদের প্রতি আল্লাহর দিক নির্দেশনা আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ

www.pathagar.com

يُفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"হে নবী ঈমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসে এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে–

১. তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না।

২. চুরি করবে না

৩. যিনা করবে না

৪. নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না

৫. সন্তান সম্পর্কে কোনো অবপাদ তৈরী করে আনবে না।

৬. এবং কোনো ভালো কাজে তোমার অবাধ্য হবে না।

"তাহলে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

নারীদের সম্পর্কে আরো কিছু কথা ঃ সেদিন এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন "আপা জান্নাতে পুরুষদের জন্য কতো কি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কিন্তু নারীদের জন্য তো তেমন কোনো কথাই নেই।" এই কথা এর আগেও আমি অনেক শুনেছি।

কিন্তু সঠিক কথা তা না। আল কুরআনে পুরুষ ও নারী উভয়ের কথাই আছে।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই নারী শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে আছে, বিশেষ করে কুরআন শিক্ষায়। আমাদের সমাজে যারা আল কুরআনের এবং হাদীসের অনুবাদ করেছে তারা সবাই পুরুষ। এই জন্য তারা তাদের মতো করেই অনুবাদ করেছে। যেমন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوْا هٰذَا

www.pathagar.com

الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ق وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"আর হে নবী যারা এ কিতাবের উপর ঈমান আনবে এবং নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এই মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল তাদের দেওয়া হবে খাবার জন্য। তারা বলে উঠবে। এই ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।" (সূরা বাকারা : ২৫)

এই আয়াতটি পড়লে যে কেউ মনে করবে– এতে স্পষ্টভাবে পুরুষদের কথাই বলা হয়েছে। কারণ এখানে বলা হয়েছে– "তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক পবিত্র স্ত্রীগণ।"

অতএব এ যে পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি?

অথচ আয়াতটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য।" মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে 'যওজ' এর অর্থ হচ্ছে জোড়া। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে যওজ।

যদি দুনিয়ায় কোনো সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোনো সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোনো স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো সৎ পুরুষকে তার জোড়া হিসেবে দেওয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোনো স্বামী স্ত্রী দু'জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে। যদি তারা উভয়ে এক সংগে থাকতে চায়।

হুর গিলমান ঃ জান্নাতবাসীদের খিদমতের জন্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা হুর ও গিলমান তৈরী করেছেন। এখানেও পুরুষেরা হুরকে নিজেদের জন্য খাস্ করে নিয়েছে। আসলে বিষয়টা হলো হুর এবং গিলমান জান্নাতবাসী নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এরা সেবা যত্ন এবং চিত্ত বিনোদনে তৎপর থাকবে। হযরত উম্মে সালমা

www.pathagar.com

বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল পৃথিবীর নারীরাই উত্তম না হুরেরা?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হুরদের তুলনায় পৃথিবীর নারীদের মর্যাদা ঠিক ততটা বেশী যতটা বেশী মর্যাদা আবরণের চেয়ে ভেতরের বস্তুর।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এর কারণ কি?

তিনি বললেন ঃ কারণ পৃথিবীর নারী নামাজ পড়েছে। রোযা রেখেছে এবং ইবাদত বন্দেগী করেছে। (তাবারানী)

এ থেকে জানা যায়, যেসব নারীরা দুনিয়াতে ঈমান এনেছিল এবং নেক আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল তারাই হবে জান্নাতবাসীদের স্ত্রী। তারা নিজেদের ঈমান ও নেক আমলের বিনিময়ে জান্নাত পাবে এবং একান্ত নিজস্বভাবেই জান্নাতের নিয়ামত লাভের অধিকারিণী হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে হয় নিজেদের পূর্বতন স্বামীদের স্ত্রী হবে যদি তারাও জান্নাতবাসী হয়। নয়তো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অন্য কোনো জান্নাতবাসী পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবেন যদি তারা উভয়েই পরস্পরের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব পছন্দ করে।

এরপর থাকে হুরদের বিষয়টি। তারা নিজেদের কোনো নেক কাজের ফলশ্রুতিতে, নিজ অধিকারের ভিত্তিতে জান্নাতবাসী হবেনা। বরং জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের মতো একটি নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতবাসীদেরকে নিয়ামত হিসেবে দান করবেন। এরা মানুষ না ফেরেস্তাদের মতো নাকি অন্য রকম কোনো সৃষ্টি তা আল্লাহই ভালো জানেন।

কার মূল্য বেশী ঃ আমাদের দুটি চোখ। এই দুটি চোখের মধ্যে কার মূল্য বেশী? কার প্রয়োজনীতা বেশী? কিংবা কার গুরুত্ব কতখানি? একি কোনো প্রশ্ন হলো?

এই প্রশ্নের কি উত্তর দেয়া যাবে? ঠিক এমনি প্রশ্ন হলো নারী পুরুষ নিয়ে।

আল্লাহ বলেন, "আমি প্রতিটি বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

এই জোড়া মানে একই রকম দুইজন না, জোড়া মানে বিপরীত গুণ সম্পন্ন দুইজন। যেমন নিগেটিভ আর পজেটিভ। শুধু মানুষ না, বিশ্ব ভ্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। Electricity র নিগেটিভ পজিটিভ তার

www.pathagar.com

দুটি যখন সঠিকভাবে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে তখনই আলো জ্বলে ওঠে. অন্ধকার দূরীভূত হয়। কলকারখানা চলে, বলতে গেলে পৃথিবী সবল হয়।

তেমনি মানব সমাজকে সুন্দর, সাবলীল সুষ্ঠু ও আলোকিত করার জন্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষকে জোড়ারূপে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন "মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী.....।"

এখানে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ মর্যাদা ও সম্মানে কাউকে কম বেশী করেননি। তিনি বলেন, "নারী যা অর্জন করবে তা তার এবং পুরুষ যা অর্জন করবে তা তার জন্য।" (সূরা নিসা) প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কখনও পুরুষকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কখনও নারীকে।

অর্থ উপার্জনের দায়িত্বটা আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা পুরুষকে দিয়েছেন। তাকে যে কাওয়াম বা দায়িত্বশীলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তার প্রধান শর্তই হলো সে অর্থ-উপার্জন করবে এবং নারীর জন্য সাধ্যমত ব্যয় করবে। এই উপার্জনে নারীকে সম্পৃক্ত বা বাধ্য করার কোনো যুক্তি নেই। তথাকথিত আধুনিক এবং মুক্তবুদ্ধির পুরুষেরা নারীকে অর্থ উপার্জনে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করে। অবশ্য ইসলামী মনো ভাবাপন্ন পুরুষেরা স্ত্রীর ওপর এ অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপায় না।

নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই গড়ে ওঠে সুন্দর সুষ্ঠু সুশৃংখল সংসার ও সমাজ। কারণ তারা তো সুন্দর সংসার ও সমাজ গঠনে পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এই দু'জনেরই একক কিছু দায়িত্ব আছে। যেমন সংসারকে গুছিয়ে রাখা, সন্তান গর্ভেধারণ করা, তাকে কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে প্রসব করা। তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো। সর্বোপরি তাকে লালন পালন করা ইত্যাদি কাজগুলো নারীকে এককভাবেই পালন করতে হয়। এই সব দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে যতো কষ্ট, যতো সমস্যা তাও নারীকে একাই সামাল দিতে হয়। সন্তানের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান, যা সন্তান কোলে নিয়েই নারী করতে শুরু করে। বিনা পারিশ্রমিকে বিনা বিরক্তিতে দিনের পর দিন নারী এই দায়িত্ব পালন করে। এগুলো নারীর একক দায়িত্ব।

তেমনি পুরুষের উপর কিছু একক দায়িত্ব আছে। যেমন,

১. অর্থ উপার্জন করা।

২. প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের যোগান দেওয়া যেমন খাদ্য সামগ্রী, আসবাব পত্র, ঔষধ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৩. অসুখে, বিসুখে পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা করা।

৪. সন্তানদের স্বভাব চরিত্র গঠনে এবং লেখাপড়ার জন্য বাড়ির বাহিরের যত কর্মকাণ্ড আছে তা পালন করা।

কিন্তু তথা কথিত নারীবাদী পুরুষেরা নারীকে দিয়ে 'নারী পুরুষ' দু'জনের দায়িত্ব পালন করাতে চায়। কিছু মূর্খ নারীকে (অশিক্ষিত নয়) এমনভাবে করায়ত্ত করেছে যে তারা নিজেরাই পুরুষের দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়ার জন্য পাগলপারা।

ঘরসংসার ছেড়ে নিয়মিত কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে যাওয়া যে অত্যন্ত দুরূহ তা মহান আল্লাহর রাসূল (সা.) জানতেন। তাইতো তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায়। জুমার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ। এসব ইবাদত পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যবকীয় করলেও নারীকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অবশ্য কেউ করতে চাইলে করতে পারবে। তাকে কেউ বাধা দিতে কিংবা বাধ্য করতে পারবে না।

আমার ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় ভদ্রমহিলা সেদিন তার হাসব্যান্ডের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করল আমার কাছে। তার হাসব্যান্ড তাকে চাকরী করতে দিতে চায় না। বললাম "ঠিক আছে তো, তোমার বর তোমাকে কষ্ট দিতে চায় না। নির্দিষ্ট নিয়মে কোথাও হাজিরা দেওয়া বেশ কষ্টকর না? তুমি পাঁচটি সন্তানের মা, এদের ঠিকমতো দেখাশুনা করে আবার চাকরী করা তোমার জন্য বেশ কষ্টকরই তো মনে হয়। (কথা বলার সুবিধার্থে তার একটা নাম রাখি, মনে করেন তার নাম নীলা)

নীলা এইবার রেগে গেলো, "হ্যাঁ বাড়ি বসে বসে হাড়ি ঠেলাই তো আমার কাজ, তাহলে এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে আমার কি লাভ হলো?

উল্লেখ্য, বিয়ের পরে এবং একাধিক সন্তান লালন-পালন করেই নীলা একাধিক ডিগ্রী অর্জন করেছে। যদিও এতে নীলার মায়ের সার্বিক সহযোগিতা রয়েছে। তারপরও ঘর সংসার ছেড়ে, জামাই এর অবাধ্য হয়ে সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য নীলা চাকরী করুক তা নীলার মাও চান না।

বললাম "লেখাপড়া শিখেছিলে কি শুধু চাকরী করার জন্য? তাহলে এক কাজ

www.pathagar.com

করো, তোমার স্বামীর চাকরী ছাড়ায়ে দাও। সে ঘর সংসার করুক আর তুমি চাকরী করো।

"আপনার যতো সব অন্যরকম কথা। স্বামী স্ত্রী দুজনে কি চাকরী করে না? আমি করলে সমস্যা কি?

বললাম "সমস্যা না থাকলে তোমার বর বাধা দেয় কেন?"

"এটাই ওর স্বভাব, আমাকে বাইরে যেতে দেবে না তাই...।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর নীলার, নীলা একটা বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করত, হাজার দুই টাকা বেতন পেত। তাতেই মহাখুশী ছিলো। নীলা খুব সাংস্কৃতিমনা, নিজে ভালো গান গাইতে জানে, অভিনয়, আবৃত্তিও ভালো জানে। মাঝে মাঝে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় একটু লেখালেখিও করে। স্কুলে বাচ্চাদের গান শেখায়, অভিনয়, আবৃত্তি শেখায় এসব কারণে স্কুলের অন্যান্য টিচারদের কাছে তার বেশ সুনাম। বিশেষ করে হেডটিচার সদানন্দ সাহা নীলাকে খুবই পছন্দ করেন। আদর করে মাঝে মাঝে লক্ষ্মী বলে ডাকেন।

কিন্তু নীলার বর এসব একদম পছন্দ করেন না। সে নীলার মা এবং বোনদের কাছে নালিশ করেছে। মা এবং বোনেরা চাপ দিয়ে নীলাকে চাকরী ছাড়াতে বাধ্য করে। এই জন্য নীলার মনে অসম্ভব ক্ষোভ। মাঝে মাঝে বরের সাথে ঝগড়া হয়। "আমাকে ঘরেই আটকে থাকতে হবে? আমার কোনো স্বাধীনতা নেই? নীলার বর বলে তুমি কেমন পরাধীন নীলা? স্বাধীনতার সংজ্ঞা কি বলো তো আমাকে?

বাইরে পরপুরুষের সামনে ঘোরা ফিরার নামই বুঝি স্বাধীনতা?"

রাগে দুঃখে দম বন্ধ হয়ে আসে নীলার। বরের উপর মনটা বিষিয়ে ওঠে। সেই সাথে ধর্মের উপরও। কখনও ভাবে মা আর বোনগুলোই আমার সর্বনাশ করল।

সেদিন নীলা আমাকে ফোন করেছে। সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলাম। নীলা কেমন আছ?

ঃ "এই আছি এক রকম। আচ্ছা আপা, মেয়েরা মটর সাইকেল চালালে কি পাপ হয়?" নীলার প্রশ্ন। বললাম "আরে না, মটর সাইকেল চালালে পাপ হবে কেন? রাসূল (সা.) এর জামানায় মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ত না? সেই ঘোড়াই মনে করো আজকের হোন্ডা, মটর সাইকেল।"

ঃ "আপা শোনেন এখন আমার ছেলে নিয়ে স্কুলে যেতে হবে। কোথাও রিকসা পাচ্ছি না। একটা পেলাম তা পনের টাকার ভাড়া চল্লিশ টাকা চাচ্ছে। তারপর

www.pathagar.com

রিকসায় দেরীও তো কতো হবে। ছেলেকে স্কুলে রেখে, বাজার করতে হবে। ছোট মেয়েটাকে কেজি স্কুল থেকে বাসায় আনতে হবে। রান্না করতে হবে। অথচ একটা মটর সাইকেল থাকলে কতো সহজে..... ।"

ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম "বাজার করার দায়িত্ব তোমাকে কে দিলো? এই সব উটকো ঝামেলা তুমি নিজের উপর চাপিয়ে নাও কেন? তোমার বর কি করে?

নীলা বলল "বর আর কি করবে? বর চাকরী করে। বললাম "নীলা আমাদের বাবারাও চাকরী করতেন। তারপর বাজার করা, আমাদের স্কুলে আনা নেওয়া করা এসবও তারাই করতেন। আমাদের মায়েরা..... ।"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে নীলা বেশ উত্তেজিতভাবে বলল "আপা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে আগের চেয়ে মেয়েরা অনেক সচেতন হয়েছে। আগের চেয়ে শিশু মৃত্যু এবং গর্ভকালীন মায়েদের মৃত্যু হারও অনেক কম।"

হেসে বললাম "বুঝলাম না বাচ্চা নিয়ে স্কুলে যাওয়া বাজার করা তার সাথে শিশু এবং প্রসূতি মায়েদের মৃত্যু হারের কি সম্পর্ক?"

আমার কথায় মনে হয় নীলার খুব রাগ হলো, বলল "এখন থাক আপা, পরে কথা বলব," বলে ফোন অফ করে দিলো।

এই সব নীলাদের কি করে বুঝাব? এরা স্বাধীনতা চায়। কার কাছে? প্রথমেই তো এরা পরাধীন নিজের দেহ সৌন্দয়ের কাছে। তারপর সন্তানদের কাছে। সুখ শান্তিতে ভরপুর একটি সংসারের কাছে।

একবার ভেবে দেখেন তো নীলার প্রত্যেকটা কথা কতটা অযৌক্তিক।

১. নীলা বলছে একটা মটর সাইকেল যদি ওর থাকতো এবং ও যদি তা নিজে ড্রাইভ করে ছেলেকে নিয়ে স্কুলে তারপর বাজার করে আসতে পারত তাহলে খুব ভালো হতো। তার চেয়েতো ভালো হতো নীলার যদি একটা প্রাইভেটকার থাকত। তাহলে আরও সুবিধা হতো না? যা নেই তা নিয়ে আফসোস করে কি লাভ?

২. এরা মনে করে পুরুষের সাথে চাকরী করা আর কিছু নগদ টাকা আয় করার নামই স্বাধীনতা। এরা কেন বোঝে না "আল্লাহর দেওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দায়

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করার পর যারা নারীদের ঘাড়ে আয় রোজগার এবং বাজার করার দায়দায়িত্ব চাপায় তারা কখনও নারীদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না, এতো বড় ধরনের জুলুম।

নীলা বলল মেয়েরা আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছে। কিসের সচেতনতা? সচেতন হয়ে পুরুষের দায়দায়িত্ব চৌদ্দ আনা মাথার তুলে নিয়ে পুরুষকে চাকরী আর আড্ডা মারার সুযোগ করে দিয়েছে। দায়িত্ববান পুরুষকে সংসারের প্রতি কর্তব্যবিমুখ, বিলাসী আর অলস হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সব নীলারাই। এদের আক্ষেপ কেন তাকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করা হলো?

চোখ দুটি বন্ধ করে অতীতের একটা চিত্র দেখেন নারী পুরুষের একটি মাত্র জুটি পৃথিবীতে। তারা এক সাথে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। হাসা হাসি দৌড়া দৌড়ি করছে। উচ্ছল দুটি মানুষ। কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বি নয়।

তারা পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। একজনকে ছাড়া আর একজন একেবারেই অচল যেনো। যার যার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা দুজনেই ফল আহরণ করে। পশু শিকার করে। নদীতে মাছ ধরে। আগুন জ্বালায় রান্না করে। সব সময় দুজন পাশাপাশি। এমনিভাবে জীবন হেসে খেলেই পার হচ্ছিল তাদের।

হঠাৎ নারীটি অসুস্থ হলো, সে সন্তান সম্ভাবা হলো। আগের মতো দৌড়াতে পারে না গাছে উঠতে পারে না। তারা দু'জনে মিলে একটা ঘর তৈরী করল। পুরুষ বন্ধুটি পরম আদরে নারীকে বলল" তুমি ঘরে থাক। ঘুমাও, আমি তোমার জন্য খাদ্য যোগাড় করে নিয়ে আসি। নিকটবর্তী গাছ থেকে পাকা পাকা ফল পেরে নারীকে খাওয়ালো। দুই একবার ফল খেয়ে নারী আর ফল খেতে পারে না। তার অসুস্থ মুখে কিছুই আর ভালো লাগে না। পুরুষটি তাকে ঘুম পারিয়ে রেখে আবার বাইরে যায়। নদী থেকে মাছ ধরে আনে। এই তো কয়েক দিন আগে দু'জনে এক সাথে মাছ ধরত। দু'জনে মিলে মাছ ধরতে খুব সুবিধা। একা একা মাছ ধরতে কষ্টই হলো পুরুষটির। দু'জনে মিলেই মাছ বাছল কুটল রান্না করল.....। নারী সামান্য কিছু খেতে পারল। এইভাবে পরম মমতায় পুরুষ নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলো। কিছু দিন পরেই নারী কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে সন্তান প্রসব করল। পুরুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার সন্তানের দিকে।

নারীটি সন্তানকে তার বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল আর নারীর খাদ্যের সংস্থান

www.pathagar.com

করা পুরুষ নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিলো। সে বাইরে চলে গেল নারীর খাদ্য যোগাড় করতে। আর নারীটি শিশুর যত্ন এবং পুরুষটি এসে যাতে তৈরী খাবার খেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে লাগলো। নারীটি ধীরে ধীরে সুস্থ্ হয়ে উঠল।

কিন্তু শিশুটির যত্ন নেওয়া, খাওয়ানো, গোসল করানো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পুরুষটির সাথে আর বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারে না.....।

এইভাবে কিছু দিন চলার পর নারীটি আবার অসুস্থ্ হলো..... তারপর আবার...।

এইভাবে একাধিক সন্তানের জন্মদান এবং লালন পালনের দায়িত্ব প্রাকৃতিকভাবেই তার উপর আরোপিত হলো। হৃদয়বান পুরুষটি তখন ভালোবেসেই নারীর, সন্তানের এবং নিজের, মানে সংসারের ভরণ-পোষণের সব দায়দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের মাথায়। কতো লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে জানি না, আজও যারা হৃদয়বান এবং ন্যায়পন্থী তারা সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর যারা জালেম। দুর্নীতিবাজ, ফাঁকিবাজ, অনৈতিক কাজে অভ্যস্ত, অকর্মন্য, তারা শিশুদের অধিকার হরণ করে। সর্বক্ষণ মায়ের কাছে থাকা শিশুর জন্মগত অধিকার। এই সব পুরুষেরা শিশুকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তারা অর্থ উপার্জনের জন্য শিশুর মাকে বাধ্য করে।

আমাদের সমাজের যতো বখাটে এবং সন্ত্রাসী তারা কিন্তু সবাই এই অধিকার বঞ্চিত শিশুদেরই পরবর্তী রূপ।

পিতার ভালোবাসা পাওয়া সন্তানের মৌলিক অধিকার, শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে– পিতার ভালোবাসা পাওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই শিশু এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, আমাদের সমাজে উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্তদের মধ্যে অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। মধ্যবিত্তরা মোটামুটি ধরে রাখার চেষ্টা করছে। তাও সব ক্ষেত্রে না। সন্তানের উপর ভালোবাসা থাকলে কেউ কোনো দিন সন্তানের মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। জুটি ভাঙ্গতে পারে না। তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে পারে না।

আমার বাবা ই.পি.আর এ চাকরী করতেন। এক বছর 'Family-Ration' পেতেন আর এক বছর পেতেন না। যে বছর পেতেন না সে বছর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে শহরে থাকা কষ্টকর হয়ে যেতো আমার স্বল্প বেতনে চাকুরীজীবি বাবার পক্ষে। সেই বছর আমাদের তিনি গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতেন। আমার দাদা

www.pathagar.com

মোটামুটি সচ্ছল কৃষক ছিলেন। আমার দাদা-দাদীর একটা ছেলে একটা মেয়ে। মেয়েটি মানে আমার ফুফু আম্মার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার দাদা-দাদী একাই থাকতেন। কাজেই আমরা তাদের সাথে থাকলে তারা যার পর নাই খুশী হতেন।

যা হোক এমনি এক পরিস্থিতিতে আমার বাবা আমাদের গ্রামের বাড়িতে রেখে গেলেন। সপ্তাহ পার হতে না হতেই দেখি আব্বা আবার আমাদের নিতে এসেছেন তার চাকরি স্থলে। মা অবাক হয়ে বললেন "কি ব্যাপার"?

দাদী বললেন "কি মনে করে বাবা"?

আব্বা মাথা নিচু করে বললেন "আমার খুব কষ্ট হয় মা খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করতে পারি না..... ।"

আমার দাদী কি বুঝলেন তিনিই জানেন। তাড়াতাড়ি বললেন "ঠিক আছে বাবা তুমি নিয়ে যাও ওদের। সমস্যা কি? বাড়ি থেকে চাল, ডাল নিয়ে যেও।"

তখন আমরা দুই ভাই-বোন। আমার বয়স ছয় বছর ভাইটির বয়স দুই। পরবর্তীতে আব্বা সেই কাহিনী আমাকে বলেছেন কেন রেখে এসে আবার হঠাৎ আমাদের নিয়ে এলেন।

আমাদের বাড়িতে রেখে এসে এমনিতেই মনটা খুব খারাপ লাগছিল। রাত আটটা সাড়ে আটটার পর কোথাও যাচ্ছিলেন। এক বাসার পাশ দিয়ে যেতেই শুনতে পেলেন, একজন পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর "মশারিটা টানিয়ে দাও, বাচ্চা দুটোকে মশায় খেয়ে ফেলল।" পরম মমতা মাখা কণ্ঠস্বরটি কানে যেতেই থমকে দাঁড়ালেন আব্বা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দুটি চুড়ি পরা হাত দেখতে পেলেন। মশারি টানিয়ে দিচ্ছে।

আব্বা বাসায় এসে সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না। তার কেবলই মনে হচ্ছে। বাচ্চা দুটিকে মশায় কামড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, বাচ্চার মা হয়ত কারো সাথে গল্প করছে, হয়ত বাচ্চাদের উপর খেয়াল করছে না..... ।

বাবার অন্তরের এই যে ভালোবাসা, তা যদি কোনো সন্তান না পায় তাহলে সেই সন্তানের চেয়ে বড় দুর্ভাগা দুনিয়াতে কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না।

আর যেসব পুরুষ সন্তান ভালোবাসে তারা কখনও স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করতে পারে না। সন্তানকে কষ্ট দিয়ে। বাচ্চাকে কাজের বুয়ার কাছে রেখে বাচ্চার মাকে দিয়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে পারে না।

www.pathagar.com

এখন অবশ্য পুরুষের চেয়ে নারীরাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের নামে চাকরীর ব্যাপারে যারপর নাই আগ্রহী।

অথচ অনেক জায়গাতেই দেখেছি চাকরীর সোনার হরিণ ধরতে পারলেও শান্তির 'সুখ পাখিটি' ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

দু'টি ঘটনা ঃ নওগাঁ জিলার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার সময় প্রত্যেক মাসে আমাকে পাঁচটি থানায় নিয়মিত সফর করতে হতো। এরপর অনিয়মিতভাবে অন্যান্য থানায়ও যেতাম। পত্নীতলা, সাপাহার আর পোরসা এই তিনটি থানা ছিল একই লাইনে। বাসে যেতে হতো, রাবেয়া নামে এক ভদ্রমহিলা ফ্যামিলি প্লানিংয়ে চাকরী করতেন, তার পোস্টিং ছিলো সাপাহার। মাসে তিন দিন তার সাথে আমার বাসে দেখা হতো। প্রায়ই পাশাপাশি সিটে বসতাম। কথা আদান-প্রদান হতো। একদিন রাবেয়া কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন ঃ "যে এই ঘর সংসার ছেড়ে আপনি প্রায় গোটা দিন বাইরে থাকবেন, তাহলে স্বামী, সন্তান, সংসারের হক কিভাবে আদায় হবে? মহিলাদের জন্য ঘর সংসার করাই তাদের ইবাদত। সংসার ছেড়ে এইভাবে দ্বীনের কাজ করা কি ঠিক? আমার তো ঠিক মনে হয় না.....।"

বললাম আমি তো মাসে পাঁচ দিন বাইরে যাই। এই পাঁচ দিনের জন্য পঁচিশ দিন প্রস্তুতি নেই। বাচ্চাদের যাতে সমস্যা না হয় তার জন্য আমার এক বোনকে বাসায় রেখে যাই। ওর নাম নার্গিস। খুব ভালো মেয়ে। আমার বাচ্চাদের আদর করে, গল্প শোনায়, খাওয়ায় ওদের কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু আপনি যে প্রতিদিন ঘর সংসার স্বামী সন্তান ছেড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে থাকেন। আপনি কিভাবে সংসারের হক আদায় করেন?

রাবেয়া বললেন, "আমি তো সংসারের জন্যই চাকরী করি।" হাসি মুখে বললাম "তা করেন, কিন্তু আমাকে যে হকের কথা বললেন, সেই হক তো আপনি মোটেও আদায় করতে পারেন না।"

রাবেয়া বললেন, "তা পারি না" কিন্তু এই বাইরে থাকার বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন হয় তা আমার পরিবারের সবাই ভোগ করে। আচ্ছা আপা এই যে কাজ আপনি করেন এর কি কোনো বেনিফিট পান? বললাম "অবশ্যই, তবে আপনার মতো নগদ পাই না। পাব ইনশাল্লাহ। আপনি যেমন এক মাস পরেই আপনার

www.pathagar.com

শ্রমের মূল্যটা পেয়ে যান এবং ঐ মাসেই তা খরচও হয়ে যায়। পরবর্তী মাসের পারিশ্রমিকের জন্য পুরো মাসটা ছুটতে হয়। তাছাড়া এই পৃথিবীর ইনকাম পৃথিবীতেই থেকে যাচ্ছে। আখেরাতের জন্য কিছু করতে পারছেন না। আজ দুনিয়াতে আর্থিক সংকটে পরলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু আখেরাত এমন ভয়াবহ জায়গা সেখানে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। মা-বাবা, সন্তান, ভাই-বোন কেউ না। সেই চরম দুর্দিনে আমি আমার আজকের পরিশ্রমের পারিশ্রমিকটা পাব। আর আমি একাই পাব না। আমার স্বামী, সন্তানরা পাবে, কারণ তারা আমাকে বাঁধা দেয় না। আমার ঐ বোনটি পাবে যে প্রতি মাসের এই কয়েকটি দিন আমার সংসার এবং বাচ্চাদের দেখা শুনা করে আমাকে সহায়তা করে।

আজ দুনিয়াতে আমার হাসব্যান্ড যে ইনকাম করে তাতে আমাদের চলে যায়। আপনারা দু'জনেই ইনকাম করেন, হতে পারে আপনাদের খাওয়া পরার মান আমাদের চেয়ে কিছুটা উন্নত কিন্তু আপনি যে ইবাদতের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটুও সময় দিতে পারেন না....... ।"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে রাবেয়া ধীরে ধীরে বললেন "শুধু কি তাই? নামাজ পরারই তো সময় পাই না। সারাদিন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরি। অনেক দিন তো এশার নামাজও পড়া হয় না। ঘুমে চোখ আটকে আসে..... ঠিকই বলেছেন আপা... ।" বাস থেমে গেল পল্লীতলা চলে এসেছি। আমাকে নামতে হবে উঠে দাঁড়ালাম... । রাবেয়া আমার হাত ধরে বললেন "আমার জন্য দোয়া করবেন আপা।" "ফি আমানিল্লাহ। বলে নেমে আসলাম গাড়ি থেকে। রাবেয়া আমার কাছে কি দোয়া চাইল জানি না..... ।

এক- বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মিসট্রেস জেসমিন আপা প্রায়ই বলতেন "এই তো আপা আর কয়েকটা দিন। মাত্র পাঁচ বছর পর Retirement এ চলে যাব। তখন নিবিষ্ট মনে দ্বীনের কাজ করব। "বলতাম" ঠিক আছে মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় আমাদের সাথে থাকেন। আমাদের অনেক সদস্য বোন আছেন যারা চাকুরীজীবি।"

এরপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। জেসমিন আপার তিন মেয়ে সবার বিয়ে হয়ে গেছে। চাকরী শেষ হয়ে গেছে। আমিও সাপাহারে আর থাকি না। দীর্ঘদিন পরে একদিন সাপাহারে গেলাম। আমেনা আপাকে বললাম জেসমিন আপাকে খবর

www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য। আমেনা আপা বললেন, আপনি আজ আসবেন একথা জানিয়ে গতকাল বিকেলেই জেসমিন আপাকে দাওয়াত দিয়েছি।" কিছুক্ষণ পরেই জেসমিন আপা আসলেন। রিকসা থেকে নামতেই তার কষ্ট হচ্ছিল। বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম আপার দিকে। খুব ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমেনা আপা ধরে একটা চেয়ারে বসালেন। আমি সালাম দিলাম। আপা উত্তর দিতে পারছেন না। ঠোঁট কাঁপছে। আমার হাত ধরলেন, হাত কাঁপছে। সারা শরীরই মনে হয় কাঁপছে জেসমিন আপার। বললাম "আপনি আসলেন কেন? আপনি এত অসুস্থ জানলে আমিই তো যেতাম। জেসমিন আপা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন "আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে ছিলাম।"

সেই উচ্ছল, কর্মচঞ্চল, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী জেসমিন শেষ হয়ে গেছে।

আমি যখন ১৯৮৯ সালে প্রথম সাপাহার আসি তখন থানা আমীর মোজাহার ভাই আমাকে বলেছিলেন "আপা আমাদের অনেক বগী আছে। শুধু একটা ইঞ্জিনের দরকার। জেসমিন আপাকে যদি একটু বিষয়টা বুঝাতে পারেন তাহলে একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন আমরা পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এরপর চার বছর ছিলাম সাপাহারে। অসংখ্য বার সাক্ষাৎ করেছি জেসমিন আপার সাথে। যখনই দেখা হয়েছে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। স্কুলের কাজে ঢাকা, রাজশাহী, শিক্ষা অফিস, টি.এন.ও অফিস, বিভিন্ন স্থানে দৌড়াদৌড়িতে অসম্ভব ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন তিনি। অন্তরে দ্বীনের প্রতি দরদ থাকলেও দ্বীনের কাজে কখনও সক্রিয় হতে পারেননি। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তাকে যে প্রতিভা দিয়েছিলেন তার হক আদায় করতে পারেননি। দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেননি। তার যৌবন কালটা ব্যস্ত রেখেছেন দুনিয়ার ধন সম্পদ ও মানসম্মান অর্জনে। সারা জীবনে ইনকাম তো কম করেননি, তার সমুদয় অর্থ-সম্পদ আখেরাতে কোনো কাজে লাগবে কি? কি জানি? আল্লাহই ভালো জানেন। শুধু এইটুকু জানি ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করা তার উচিৎ ছিলো কিন্তু দুনিয়ার মোহে কিংবা যে কারণেই হোক তিনি তা পারেননি।

সংসারকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তো ছিলো সহযোগী পুরুষটির। মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে এ দায়িত্ব পালন করার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

নারীকে যেমন সন্তান গর্ভেধারণ, স্তন্যদান তাকে লালন-পালন এবং সুষ্ঠভাবে সংসারের আভ্যন্তরীণ দিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ.

"তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোনো প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না। আবার চোখ ফিরিয়ে দেখো। কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? (সূরা মুলক : ৩)

না রহমানের সৃষ্টি কাজে অসংগতি নেই। পৃথিবীবাসীর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য যা যেভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যার জন্য যেমন আইন যেমন বিধান প্রয়োজন তার জন্য তেমন আইন বিধানই তৈরী করেছেন।

চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা ঃ জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, পাতালে, পাহাড়ে সাগরে, বনাঞ্চল আর মরু অঞ্চলে, পশু, পাখী, জীব-জানোয়ার, পোকা-মাকড় আর মাছ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা শুধু মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে। কারণ এদের কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। চিন্তার স্বাধীনতা কর্মের স্বাধীনতা।

এইটুকু পেয়েই মানুষ ধরাকে সরাজ্ঞান করতে লাগল। আল্লাহর বিধানে ত্রুটি খুঁজে বের করতে লাগল। ত্রুটি সে পেয়েও গেল এবং (আসতাগফিরুল্লাহ) সেই ত্রুটি সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করল। "কোনো পাখি প্রেমিক নাকি টিয়া পাখির প্রতি ভালোবাসার উদ্ভূত হয়ে তার বাঁকা ঠোট কেটে সোজা করে দিয়েছিল যাতে অন্য পাখির মতো সহজে খেতে পারে। তার ধারণা ছিলো টিয়া পাখির বাঁকা ঠোট দিয়ে খেতে অসুবিধা হয়।"

এই সব তথাকথিত মানব প্রেমিকদের অবস্থাও তদ্রূপ, তারা নারী পুরুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধান অপছন্দ করে নিজেরাই বিধান তৈরী করতে লাগলো।

কখনো নারী পুরুষের দৈহিক অবকাঠামোর পার্থক্য অস্বীকার করে তারা উভয়কে সমান করতে চাইলো।

কখনো নারীকে চরম অবমূল্যায়ন করে নিকৃষ্ট পর্যায় নিয়ে গেল। কখনো নারী

www.pathagar.com

পুরুষকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ বানা। কখনো নারী পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন আর কখনো কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন করতে লাগলো। আবার কেউ তো এতোটা অগ্রসর হয়ে গেলো যে খোদ আল্লাহ সুবহানাল্লাহকেই অস্বীকার করে বসল।

কতো বড় গণ্ড মূর্খ এই সব জ্ঞান পাপীরা। কতো বড় হতভাগা এই সব আহাম্মকেরা! সত্যি তখন সীমাহীন অবাক হই, ভীত হই মহান আল্লাহর শানে এদের বেয়াদপি দেখে। আর তার চেয়ে ও বিস্ময়াভিভূত হই এবং পরমুহূর্তে হাসি পায় আল্লাহর ধৈর্য দেখে।

মানুষ কতো অসহায় ঃ রোগ, শোক, জ্বরা মৃত্যুর কাছে মানুষ কতো যে অসহায়। প্রিয়জন চোখের সামনে রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া মানুষের কিছুই করার থাকে না.....।

এই অসহায় মানুষ যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে আস্ফালন করে। তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। এই তো কিছুদিন আগের কথা। আল্লাহর আইন যারা মেনে চলে তাদের নির্মূল করার জন্য এক নারীর কি আস্ফালন! সভা, সমিতি, মিটিং, সিটিং করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দাপিয়ে তোলপাড় করে তুলল। আল্লাহর দেওয়া মুখ আর জিহবা দিয়ে আল্লাহর বিধানের এবং এই বিধান যারা মেনে চলে তাদের অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগলো। কয়েক দিনের মধ্যে তার মুখ ও জিহবায় আল্লাহর সৈনিকেরা (পোকায়) আক্রমণ করল। জিহবা খসে পড়ে গেলো জীবিত থেকেও কথা বলা একদম বন্ধ হয়ে গেলো মহিলার। (না-আউযুবিল্লাহ) তখন কি করতো পারল তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা?

সেদিন আর এক স্বনামধন্য নারীকে দেখলাম টিভির পর্দা কাঁপিয়ে পাগলের মতো মাথার চুল আউলা ঝাউলা করে চিৎকার করছে "সারাদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে একটা একটা করে ইসলামপন্থীদের ধরে ধরে"- জেলে ঢুকাব না হত্যা করব কি যে বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না। করলও তাই। অনেককে জেলে ঢুকাল অনেককে হত্যাও করল। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের এই সব উত্তরসূরীরা।

যে যাই বলুক যে যাই করুক। আল্লাহর দরবারে হাজির হতেই হবে। কোথাও লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই। এই সব নারীদের জন্য সত্যি খুব মায়া হয়,

www.pathagar.com

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলমানের মতো নাম ধারণ করে এরা মুসলমান তথা ইসলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এরা অনেক পড়ালেখা করেছে কিন্তু কোনো দিন আল কুরআন পড়ে দেখেনি। মহান আল্লাহ তার জন্য কি 'ম্যাসেজ' পাঠিয়েছেন এই কথাটা সে কোনো দিন জানল না জানার চেষ্টাও করল না। ইসলাম বলতে তারা বুঝল শুধু মিলাদ পড়া, খতম পড়া, আর হাত তুলে মোনাজাত করা। নারী পুরুষ দল বেধে তারা এই কাজটি করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা এদের নেই। তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকলেও ইসলামভীতি আছে। ইসলামের কথা বললেই এই সব নারীরা ভয় পায়। তাই তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা এদের মেধা দিয়েছেন। আফসোস এই সব নারীরা তা ব্যয় করল ইসলামের বিরোধিতায়। তারা বোঝে ইসলাম তাদের অনৈতিক জীবন যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করবে। তাই তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করতে দেবে না। আহা! তারা যদি জানতো–

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ প্রদত্ত অহীর আলোকে রাসূল (সা.) এমন একটি জীবন বিধান তৈরী করেছেন, যার মধ্যে মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যু থেকে মৃত্যু পরবর্তীকালীন জিন্দেগীর সার্বিক কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত, আসমান, যমীন, শাসক শাসিত, নারী ও পুরুষ এবং বংশ ও সমাজের যাবতীয় বিষয় রয়েছে।

দীনদারী ও দুনিয়াদারী : ইসলামে দীনদারী বলে আলাদা কোনো বিষয় নেই। নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক নীতিমালা, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী করার নাম দীনদারী।

আর সেই একই সমস্যার সমাধান ইসলাম প্রদত্ত বিধানের বিপরীতে করার নাম দুনিয়াদারী। কারণ যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে ইসলাম নিজেই যথেষ্ট। ইসলাম কয়েকটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ইবাদত সমষ্টির নাম নয়।

ইসলাম সর্বোত্তম একটি মতাদর্শ। যার মূল উদ্দেশ্য দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের শান্তি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলামের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত।

www.pathagar.com

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ঃ ইসলাম আমাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছে এবং সেসব কাজ করার নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছে তার প্রত্যেকটির সাথে দুনিয়ার কল্যাণ ও সুখ শান্তি নিহিত। আর যা কিছু হারাম করেছে এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ ও নিরুৎসাহিত করেছে– তাও দুনিয়ার উপকারের জন্য। দুনিয়াতে ভালো থাকার জন্য।

অমুসলিমরাও যদি ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলে তাহলে অবশ্যই দুনিয়াতে শান্তিতে থাকবে। যেমন–

১. যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কোনো রাষ্ট্রে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সেখানে দারিদ্র্য থাকতে পারে না।

২. প্রতিবেশীর সাথে আচরণ। ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহারের এত তাকিদ দিয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন "আমার মনে হতো আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।"

যেমন "ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যার হাত ও মুখের দ্বারা প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"

রাসূল (সা.) বলেছেন "সমাজ হবে একটা দেহের মতো কারো দেহের কোনো অঙ্গে যদি আঘাত লাগে গোটা দেহ যেভাবে তা উপলব্ধি করে, তেমনি সমাজের কেউ সমস্যায় থাকলে, কষ্টে থাকলে সমাজের প্রত্যেকে যেনো তা উপলব্ধি করে।

এমনি একটি সমাজ কি সবার জন্য কাম্য নয়? সে যে ধর্মের যে জাতিরই হোক না কেন।

স্বাস্থ্যনীতি ঃ রাসূল (সা.) শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তা মেনে চললে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খৃষ্টান কারোরই তেমন একটা অসুখ-বিসুখ হতো না। তাঁর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নারী পুরুষ সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে সারা বিশ্ব এইডস রোগে আক্রান্ত হতো না। পারিবারিক অশান্তি বিরাজ করতো না ঘরে ঘরে। মোটকথা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকলে রাষ্ট্র তথা সমাজে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হতো।

আবার বলি, বারবার বলব জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত বলব। মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে লেখার যতোটুকু দক্ষতা দিয়েছেন, কথা বলার যতোটুকু

www.pathagar.com

ক্ষমতা দিয়েছেন তার সবটুকু দিয়ে বলব ইসলামই দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির একমাত্র চাবী। ইসলামই পুরুষকে দিয়েছে মর্যাদা, নারীকে দিয়েছে সম্মান।

ইসলামবর্জিত সমাজে পুরুষ আর মানুষ থাকে না সে তখন ক্ষমতাদর্পী, অত্যাচারী ভিন্ন একটা সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায় তার নাম পুরুষ। আর সেই সব পুরুষদের দৃষ্টিতে নারী আর মানুষ নয়। নারী তাদের কাছে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহিত এবং নিকৃষ্ট একটি জাতি।

ইসলামই নারী পুরুষ উভয়কে জানিয়েছে তাদের সঠিক অবস্থান। বুঝিয়েছে তাদের সঠিক সম্পর্ক।

নারী পুরুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন, "ওয়াল মু'মিনুনা বায়দাহুম আউলিয়া ও বায়াদী।" এর অর্থ 'মু'মিন নারী ও মু'মিন পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী" এটুকুই শুধু না, আউলিয়া বহু বচনে একবচনে অলী। অলী শব্দের অর্থ, বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো তারা পরস্পরের বন্ধু, অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক কখনও পুরুষ নারীর অভিভাবক পৃষ্ঠপোষক, আবার কখনো নারী পুরুষের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। যার বাস্তব নমুনা দেখেছি আমরা 'ওসওয়াতুন হাসানা' রাসূল (সা.)-এর জীবনে তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে দেখেছি কখনও বন্ধু, সহযোগী, কখনও অভিভাবক এবং কখনও পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমরাও যেনো নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতিপক্ষ না হয়ে বন্ধু ও সহযোগী হতে পারি, পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হতে পারি। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমাদের রাসূলের (সা.) আদর্শ অনুসরণ করে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা, আমীন।

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন | বাংলাবাজার | মগবাজার

www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com